ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কোহলি-আনুশকা প্রেম করছেন, জানতেন শাহরুখ?

পৃঃ ৫

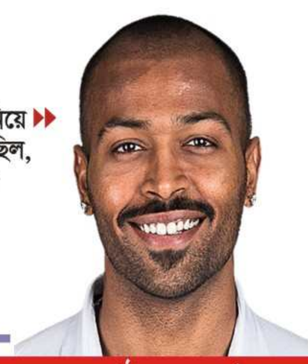

'হার্দিককে নিয়ে মতবিরোধ ছিল, রংকু দুর্ভাগা'

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১২৪ ● কলকাতা ● ২৫ বৈশাখ, ১৪৩১ ● বুধবার ● ০৮ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

হাতেনাতে ধরলেন ভুয়ো এজেন্ট সেলিম

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মঙ্গলবার চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে সকাল সকালই বিক্ষিপ্ত উত্তেজনা ছড়াল মুর্শিদাবাদের একাধিক জায়গায়। এরই মধ্যে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের লোচনপুরে ঘটল বেনজির ঘটনা। সেখানে, সিপিএমের এজেন্টের ফর্ম নিয়ে অন্য দলের 'ভুয়ো' এজেন্ট বসেছিল বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, প্রকৃত সিপিএম প্রার্থীকে বুথে ঢুকতে না দিয়ে ওই 'ভুয়ো' এজেন্ট ভিতরে ঢুকে যায়।রানিনগরের মরিচায় বোম ফাটানোর অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এলাকায় ছড়ায় উত্তেজনা।

জঙ্গিপুর লোকসভাকেন্দ্রেও ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিজেপির প্রার্থীর সঙ্গে বাক বিতন্ডা জড়িয়ে পড়েন রঘুনাথগঞ্জের তৃণমূল ব্লক সভাপতি গৌতম ঘোষ। জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মীরগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৪ নম্বর বুথে বিজেপির প্রার্থী সঙ্গে ব্লক তৃণমূল সভাপতি গৌতম ঘোষের বাক বিতন্ডা তৈরি হয়।সূত্রের খবর, এরপর মহম্মদ সেলিম নিজে বুথে পৌঁছে এজেন্টের কাগজপত্র খতিয়ে দেখে তাঁকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেন। পরে গ্রেফতার করা হয় ওই 'ভুয়ো' এজেন্টকে। ভুয়ো এজেন্ট হওয়ার কথা স্বীকারও করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি।

বুথ থেকে বেরিয়ে সিপিএম প্রার্থী সেলিম জানান, লোচনপুরে সিপিএমের এজেন্টকে মারধর করে সরিয়ে সেই জায়গায় তৃণমূলের এজেন্ট বসানো হয়েছিল। তাঁকে গ্রেফতার করানো গিয়েছে।

এর আগে রানিনগরের ৩৬ নম্বর বুথের সিপিএমের এজেন্ট সম্পর্কিত অভিযোগ

এরপর ৩ পাতায়

মোটের উপরে শান্তিপূর্ণ ভোট দানই হয়েছে রাজ্যে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সকাল থেকে কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত অসান্তি ছাড়া মোটের উপরে শান্তিপূর্ণ ভোট দানই হয়েছে রাজ্যে। তৃতীয় দফায় রাজ্যের চার কেন্দ্রে ভোট দান ছিল। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৭৩.৯৩ শতাংশ

এর মধ্যে মালদহ উত্তরে ভোটের হার ৭৩.৩০ শতাংশ। মালদহ দক্ষিণে ভোটের হার ৭৩.৬৮ শতাংশ।অন্যদিকে মালদহ উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কংগ্রেস সেনা শেখ ইয়াসিনর বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠেছে। তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে ভোটারদের জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিতে বলছিলেন। আবার ভোটারদের নানা ভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিলেন বলে অভিযোগ।

মালদহ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্রের

এরপর ৩ পাতায়

উত্তরপ্রদেশে সংখ্যালঘুদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে: মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : উত্তরপ্রদেশে সংখ্যালঘুদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। পুরুলিয়ার পাড়ায় শান্তিরাম মাহাতোর সমর্থনে নির্বাচনী সভা থেকে এই অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

মঙ্গলবার দুপুরে পাড়ার জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় মুখ্যমন্ত্রীর মোবাইলে হঠাৎ মেসেজ আসে।টেনে এনেছেন সন্দেশখালির প্রসঙ্গ, "কয়েকহাজার টাকার বিনিময়ে সন্দেশখালিতে মা, বোনেদের সম্মান নিয়ে খেলল বিজেপি। আপনারা সবটাই দেখলেন।"

বাম আমলে পুরুলিয়ার হাল কী ছিল, তাও মনে করাতে চেয়েছেন মমতা। তৃণমূল নেত্রীর কথায়, "১২ বছর আগে পুরুলিয়া অত্যাচারের আগুনে জ্বলত। জলও পাওয়া যেত না। আতঙ্কে মানুষ ঘর থেকে বেরোতে পারত না, হাসপাতালে যেতে পারত না। রাত জেগে পুরুলিয়ায় ঘুরেছি, অযোধ্যায় গেছি। ভেবেছি, কীভাবে এখান থেকে অশান্তি দূর করা যায়।"

একদা অশান্ত পুরুলিয়ায় ফিরেছে শান্তি। সেকথা মনে করিয়ে মমতার আর্জি, "পুরুলিয়ার শান্তি ধরে রাখতে হলে তৃণমূল ছাড়া কাউকে একটিও ভোট নয়।"কয়েক মুহূর্তের জন্য বক্তব্য থামিয়ে মমতা মেসেজে চোখ রাখেন। এরপরই তৃণমূল নেত্রী বলেন, "উত্তরপ্রদেশে সংখ্যালঘুদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এখনই জানতে পারলাম। সেখানে ভোট দিতে যাওয়ায় একজনকে পিটিয়ে মেরে রোদ্দুরের মধ্যে ফেলে রেখেছে।"

মঙ্গলবার সারা দেশে তৃতীয় দফার ভোট চলছে। বিজেপির অন্যতম ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত উত্তরপ্রদেশ। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, বিজেপি ফের দেশের ক্ষমতায় এলে আগামীদিনে উত্তরপ্রদেশের মতো

এরপর ৩ পাতায়

৪ জুনের পর পার্টি অফিস খোলার লোক পাবেন না:শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সুপ্রিম কোর্টে স্কুল সার্ভিস কমিশন স্বীকার করে অযোগ্যদের চাকরি পাওয়ার কথা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথার জেরেই এমনটা হয়েছে, দাবি শুভেন্দু অধিকারীর।

পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীর নির্বাচনী জনসভা থেকে আক্রমণাত্মক মেজাজে স্কুল সার্ভিস কমিশন, তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা।পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের নাম ধরে তিনি বলেন, এখানকার বিধায়কও পিঠে খান। যাঁর সঙ্গে কলকাতার ফ্ল্যাটে থাকেন সব তথ্য আছে। তৃণমূলের নেতাদের কাজকর্মের বিশাল লম্বা লিস্ট আমাদের কাছে আছে। কেষ্ট মণ্ডল এখন সকন্যা তিহার জেলে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। শেখ শাহজাহান আমার চামড়া প্যাকেটে ভরার আগে গুষ্ঠিশুদ্ধ প্যাকেট হয়েছে।

শুভেন্দু এদিন বালি চুরি প্রসঙ্গেও সরব হন। বলেন, কেষ্ট মণ্ডল রাইস মিলের মালিক ছিলেন। এখানে সুব্রত পাল রয়েছেন। কৃষকদের ফলস অ্যাকাউন্ট বানিয়ে শয়ে শয়ে কোটি টাকা ধান চাষিদের বঞ্চিত করে ভুয়ো অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। রায়নার বামদেবও বালি চুরিতে যুক্ত। সকলের সময় সমান যায় না, মনে রাখবেন। স্বপন দেবনাথের সঙ্গে মিচকে শয়তান রবি চ্যাটার্জি রয়েছেন, মিচকে শয়তান, কয়েকশো কোটির মালিক। ৪ জুনের পর পার্টি অফিস খোলার লোক পাবেন না। কাটোয়ায় যেতে পারলাম না। বিজয় সমাবেশে আসব। তার আগে আগামী ১১ তারিখ রায়নায় সভা, কালনায় রোড শো করব।শুভেন্দু বলেন, প্রধানমন্ত্রী এসে বলেছেন যোগ্য হয়েও যাঁরা চাকরি হারিয়েছেন তাঁদের সবরকম সহযোগিতা করা হবে, লিগাল সেল খোলার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপরই আজ এসএসসি সুপ্রিম কোর্টে বলল, ১৯ হাজার যোগ্য চাকরিহারা হয়েছেন। আর ভুয়োদের দোকান খুলে চাকরি বিক্রি করা হয়েছে, স্বপন দেবনাথরা বিক্রি করেছেন।

শুভেন্দু এদিন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ও পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়কে একযোগে নিশানা করেন। বলেন, এখানকার মন্ত্রীর গুণের শেষ নাই। মিঠা শয়তান। দেখলে মনে হয়, ভাজা মাছ

এরপর ৩ পাতায়

সুপ্রিম কোর্টের এদিনের রায় লোকসভা ভোটের মধ্যে বাংলার শাসক দলকে কিছুটা অক্সিজেন দিল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এক ধাক্কায় ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল। ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি দেবাংশু বসাক তাঁর রায়ে বলেছিলেন চাল ও কাঁকর আলাদা করা যায়নি।অনেকের মতে, সুপ্রিম কোর্টের এদিনের রায় লোকসভা ভোটের মধ্যে বাংলার শাসক দলকে কিছুটা অক্সিজেন দিল। অযোগ্যদের সঙ্গে যোগ্যদেরও চাকরি বাতিল করার বিষয়ে আপত্তি করে প্রথম দিন থেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ব্যাপারে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ কথা, বিচারপতির আসনে বসে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন অভিজিৎ। চাকরিখেকো বলেও তাঁর সমালোচনা করেছেন মমতা।

এদিন সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর অবশ্য তমলুকের বিজেপি প্রার্থী এখনও কোনও মন্তব্য করেননি। তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া জানালে এই প্রতিবেদনে আপডেট করা হবে।প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ও উচ্চ আদালতের এই রায়ের সমর্থনে জোরালো সওয়াল করে বলেছিলেন, মুড়ি-মিছরি আলাদা করা যায়নি। তাই অযোগ্যদের সঙ্গে যোগ্যদেরও চাকরি গেছে।

কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট কোনওভাবেই হাল ছেড়ে দিতে রাজি হল না। বরং মঙ্গলবার দীর্ঘ শুনানির পর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় তাঁর রায়ে বলেন, মূল প্রশ্ন হল, নিয়োগ তালিকা থেকে কি যোগ্য-অযোগ্য আলাদা করা সম্ভব? তা যদি সম্ভব হয় তাহলে গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া তথা প্যানেল বাতিল করে দেওয়া ভুল হবে। এ ব্যাপারে শীর্ষ আদালতে পরবর্তী শুনানি হবে ১৬ জুলাই।

এদিন শুনানির সময়েও আইনজীবীরা একবার প্রাক্তন বিচারপতির প্রসঙ্গ তোলেন। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম না করলেও রাজ্য সরকারের আইনজীবী বলেন, সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। লাইভ ল' জানিয়েছে, এ প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'এই বিষয়টি যতই স্পর্শকাতর হোক বা রাজনৈতিক ভাবে ত্রুটিপূর্ণ হোক, এর আইনি দিকটিই আমাদের বিবেচনার বিষয়। হাইকোর্টের বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কিছুই হাসিল হবে না'। প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, 'আমাদের পৃথক রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকতেই পারে, কিন্তু এখানে যা হওয়ার আইনগত ভাবেই হবে'।

তৃণমূল নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশই এই স্টিং অপারেশন করেছে: সুকান্ত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালির 'স্টিং অপারেশন' নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। সেই ভিডিওয় একাধিক চাঞ্চল্যকর দাবি করা হয়েছে। যদিও সন্দেশখালি ২ ব্লকের বিজেপি মণ্ডল সভাপতি গঙ্গাধর কয়ালের দাবি, তাঁর মুখ এবং কণ্ঠস্বর বিকৃত করা হয়েছে। তবে এবার এই ভিডিও কে করেছে?বালুরঘাটের বিদায়ী সাংসদের দাবি, এই স্টিং অপারেশন পুলিশ করিয়েছে। রাজ্যজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই ভিডিও প্রথমে পুলিশের হ্যান্ডেল থেকে পোস্ট করা হয় বলে দাবি করেন তিনি। ভিপিএন লাগিয়ে, মাস্কিং করে এই ভিডিও পোস্ট করা হয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। এই ভিডিও কে পোস্ট করেছে সেটা যাতে বোঝা না যায়, সেই জন্য এমনটা করা হয়েছে বলে দাবি করেন সুকান্ত।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি জানান, এই ভিডিও নিয়ে তদন্ত চলছে। যে পুলিশ আধিকারিক এবং তাঁর টিম এমনটা করেছেন, কেউ ছাড় পাবে না। তাঁদের জেলে

এরপর ৩ পাতায়

নাকা চেকিং করতেই

উদ্ধার হয় পনেরো লক্ষ টাকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার হাড়োয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মোটাআইল এলাকায় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে হাড়োয়া থানার পুলিশ এবং নির্বাচনী আধিকারিকরা নাকা চেকিং করছিলেন। ঠিক সে সময় একটি চার চাকা অলটো গাড়িতে নাকা চেকিং করতেই উদ্ধার হয় পনেরো লক্ষ টাকা।প্রেসিডেন্সি জেলে ১৪ দিন থাকার পর মেয়াদ শেষে শেখ শাহজাহান সহ ১৪ জনকে আদালতে পেশ করা হয়।তাহলে সিবিআই কি তাহলে বসিরহাট আদালত বিচারকের কাছে এটাই করতে চাইছে উদ্ধার হওয়া অস্ত্র শেখ শাহাজান ও তার ভাই আলমগীরের। এইসব বেআইনি অস্ত্র তাদের। এমনটাই খবর সিবিআই সূত্রে। তবে মঙ্গলবার আদালতে হাজির হওয়ার সময় শেখ শাহজাহান সাংবাদিকদের জানান সন্দেশেখালির যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সেটি ফেক নয়। প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হয়েছে ।সামনে এসেছে।ইতিমধ্যে টাকাগুলি নিয়ে ওই গাড়ির চালককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন এবং নির্বাচনী আধিকারিকরা ।তবে কার টাকা কোথা থেকে এল কেন এই টাকাগুলি নির্বাচন নিয়ে আচরণ বিধির মধ্যে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেগুলি তদন্তের পরেই জানা যাবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে,জগদ্দলের কলাবাগান লাইনের বাসিন্দা বিজেপি নেতা বিনয় মন্ডলকে মারধোর করার অভিযোগ একদল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বাড়ির কাছেই জগদ্দলের জে জে আই জুটমিলের শ্রমিক নেতাকে পুলিসের সামনেই মারধোর করা হয়। ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে আক্রান্ত বিজেপি নেতার। এছাড়া,আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যাগ নিয়ে হাজির সিবিআই আধিকারিকরা বসিরহাট মহাকুমা আদালতে। সন্দেশখালির মল্লিকপাড়াতে সিবিআই ও এনএসজির উদ্ধার করা অস্ত্র ব্যাগ নিয়ে আদালতে হাজির হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

ডোমকল থেকে রানিনগর একাধিক বুথে

অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে

মুর্শিদাবাদ: নিউজ সারাদিন : তৃতীয় দফায় সকাল থেকেই মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের একাধিক এলাকা থেকে অশান্তির অভিযোগ সামনে এসেছে। ডোমকল থেকে রানিনগর একাধিক বুথে অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। কখনও সিপিএমের পোলিং এজেন্টকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ এসেছে সামনে। কখনও ভোট দিতে যাওয়ার সময় বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।এক গ্রামবাসীর অভিযোগ, 'ভোট দিতে পারেনি। জোটের লোক রাস্তা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে।' এর আগের ভোটেও নাকি এমনটাই হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। প্রায় একই অভিযোগ করেছেন আরও কিছু গ্রামবাসী। তাঁদের দাবি, ভোট দিতে যাওয়ার সময় মারধর করা হয়েছে, ধাক্কা দেওয়া হয়েছে। তার জন্যই ভয়ের চোটে তাঁরা ভোট না দিয়ে ফিরে এসেছেন বলে অভিযোগ।অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তৃণমূলের দিকেই উঠেছে অভিযোগ। রানিনগরের লোচনপুরে আবার সিপিএম-এর পোলিং এজেন্টকে বের করে ওই নথি নিয়ে তৃণমূলের তরফে ভুয়ো এজেন্ট দেওয়ার অভিযোগও উঠেছিল। সেই রানিনগরেই দেখা গিয়েছে উল্টো ছবিও। জোটের কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধেই তৃণমূলের পোলিং এজেন্টকে বুথে ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছে। এমনকী ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া-ভয় দেখানোর অভিযোগও উঠেছে।

মুর্শিদাবাদের রানিনগরের নজরানা এলাকায় উলটপুরাণ। নজরানা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২২৪ ও ২২৫ নম্বর বুথে তৃণমূলের পোলিং এজেন্টকে বুথ থেকে বার করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূলের ভোটারদের বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। আর সেই বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বাম-কংগ্রেস জোটের বিরুদ্ধে। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে জানিয়ে কাজ হয়নি বলেও অভিযোগ। ভোট দিতে গিয়ে মাঝরাস্তা থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এই অভিযোগ নিয়ে সুরক্ষা চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিযোগকারীরা। কিন্তু তাঁদের দাবি, সুরক্ষা দিতে পারবে না বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাদের হাতে এত লোকবল নেই যে রাস্তায় সুরক্ষা দেওয়া যাবে- এমনটাই নাকি জানিয়েছে পুলিশ। তারপরে রানিনগর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও কৃষ্ণনির্মল ভট্টাচার্যর কাছে ক্ষোভ উগরে দেন তৃণমূলের ভোটাররা। বিডিও-র সামনেই বিস্ফোরণের শব্দ, বোমা পড়ছে বলে অভিযোগ ভোটারদের। এরপর বিশাল পুলিশবাহিনী ওই এলাকায় আসে। প্রশাসনের তরফ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেওয়া হয় কারা ভোট দিতে যেতে পারেননি। তাঁদের ভোট দিতে যাওয়ার জন্য বলা হয়।

ভোটের সকাল থেকেই দফায় দফায়

উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুরের নানা বুথে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটের সকাল থেকেই দফায় দফায় উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুরের নানা বুথে। কিছুক্ষণ আগেই গোপীনাথপুরে ৩৬ নম্বর বুথের সামনে তুমুল হই হট্টগোল বেঁধেছিল। এক ভুয়ো এজেন্টকে কলার ধরে হিড়হিড় করে টেনে বাইরে আনতে দেখা যায় সিপিএম প্রার্থী মহম্মদ সেলিমকে।তৃণমূলের ব্লক সভাপতির অভিযোগ, বিজেপির প্রার্থী ধনঞ্জয় ঘোষ ভোটারদের নানাভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিল। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থীর দাবি, তৃণমূল নেতা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পুলিশের সঙ্গে খোশগল্প জুড়েছিল। অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগের পরেই ধাক্কাধাক্কি, মারামারি শুরু হয়ে যায়। ভোটাররা লাইন ছেড়ে বেরিয়ে দুজনের হাতাহাতি দেখতে থাকে। চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়।

তৃণমূল নেতার অভিযোগ, তাঁর গায়ে হাত তোলা হয়েছে। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী দাবি করেছেন, বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে অশান্তি তৈরি করছে তৃণমূল।এবার জঙ্গিপুরের একটি বুথে বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়াতে দেখা গেল স্থানীয় তৃণমূল নেতাকে। বুথের বাইরে ভোটারদের সামনেই হাতাহাতি, মারামারিতে জড়ালেন দু'জন।

ভোটের সকালে এমনই ঘটনা ঘটল জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের সুতির একটি বুথে। ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে এমন অভিযোগ তুলেছিল তৃণমূল ও বিজেপি দুই দলের কর্মী-সমর্থকরাই। এই নিয়ে অশান্তি তৈরি হচ্ছিল সকাল থেকেই। তারপরেই বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল নেতা। তুমুল মারামারি শুরু হয় ভোটকেন্দ্রের বাইরে।

নৈহাটি এলাকার সবচেয়ে প্রাচীন কালী মূর্তি এই বড়মা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রায় একশো বছর আগে শুরু নৈহাটির বড়মার পুজো। স্থানীয় বাসিন্দা ভবেশ চক্রবর্তী নবদ্বীপের ভাঙা রাসের মা কালীর এক বিরাট মূর্তি দেখে বাড়িতেই মায়ের পুজো করেন। তার পর গঙ্গা দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। বাড়ি থেকে বারোয়ারি হয়েছে এই পুজো। একশো বছর উপলক্ষে নতুন ভাবে সাজানো হয়েছে মন্দির।পুজো কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিবছর প্রচুর ভক্ত লাইন দিয়ে বড়মার এই অন্নকূট অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এবারও তার অন্যথা হচ্ছে না বলেই মত কমিটির সদস্যদের। লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম ঘটবে বলে মনে করছেন পুজো কমিটির সদস্যরা। নৈহাটির বড়মা পুজো সমিতির সম্পাদক তাপস ভট্টাচার্য জানান, আজকের দিনে মায়ের কাছে আসা সকলে ভালো থাকার প্রার্থনা জানান। নৈহাটি এলাকার সবচেয়ে প্রাচীন কালী মূর্তি এই বড়মা। প্রতিবছর কালীপুজোয় তৈরি হয় সুবিশাল মূর্তি। বড়মার বিপুল অলঙ্কার দেখতেও ভিড় জমান অনেকে। সারা বছরই মন্দিরে নিষ্ঠা ভরে মায়ের পুজো চলে। মনের কোনও ইচ্ছা জানালে তা বড়মা পূরণ করেন বলেই বিশ্বাস ভক্তদের।

অন্নকূট উৎসবে অংশ নেন বারাকপুরের লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। পুজো দিয়ে তিনি জানান, প্রার্থী হয়েছেন বলে নয়, প্রতি বছর বড়মার মন্দিরে অন্নকূট উৎসবে পুজো দিতে আসেন। এবারও এসেছেন। বারাকপুরে গুন্ডারাজ দমনের জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছেন।প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কষ্টিপাথরের মূর্তি। মন্দির ও কষ্টিপাথরের মূর্তি বসার পর প্রথমবার হচ্ছে অন্নকূট অনুষ্ঠান। নিবেদন করা হবে প্রায় তিন হাজার কেজির ভোগ। 'ধর্ম হোক যার যার, বড়মা সবার' এই বাক্যের উপর নির্ভর করে সকল মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করেছে বড়মার কাছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে বড়মার ভক্ত। শুধু রাজ্য নয় দেশ এমনকী বিদেশে ছড়িয়ে রয়েছেন ভক্তরা।

মায়ের প্রতি তাঁদের দেওয়া অর্থ দিয়েই হয় অন্নকূট পুজো। এবারও তার অন্যথা হচ্ছে না। সাজিয়ে তোলা হয়েছে বড়মা ও মন্দির চত্বরকে। ১১টা থেকে প্রায় ২টো পর্যন্ত চলেছে বিশেষ পুজো। সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিশাল ভোগ। দুটোর পর থেকে ভক্তদের প্রবেশ। পোলাও আলুর-দম, পায়েস সহযোগে চলবে ভোগ বিতরণ অনুষ্ঠান।

টানা বেশ কয়েকদিনের প্রচণ্ড দাবদাহ কাটিয়ে জেলায় জেলায় নেমেছে স্বস্তির বৃষ্টি। পারদ অনেকটাই নিচের দিকে। তবে বেশ চড়া রোদ উঠেছে আজও। কিন্তু তা উপেক্ষা করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা উপস্থিত হচ্ছেন অন্নকূট উৎসবে। অন্নকূট অনুষ্ঠান ঘিরে কড়া পুলিশি নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে এলাকাজুড়ে।

সন্দেশখালি ভিডিও ইসু নিয়ে,

ইস্যুকে সামনে রেখেই গর্জে উঠলেন সন্দেশখালির মা বোনেরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বসিরহাটের যে বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র, তাঁকেও ২০০০ টাকা দিয়ে মিথ্যে অভিযোগ করানো হয়েছে'। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার এই ইস্যুকে সামনে রেখেই গর্জে উঠলেন সন্দেশখালির মা বোনেরা। সম্প্রতি বিজেপি নেতা তরুণজ্যোতি তিওয়ারি নিজের সমাজমাধ্যম প্রোফাইলে একটি ভিডিও শেয়ার করেন।একজন মহিলা সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ষড়যন্ত্র করছেন। চ্যালাচামুন্ডাদের দিয়ে আমাদের মিথ্যেবাদী প্রমাণ করছেন। আমাদের মিথ্যে দোষারোপ করছেন। ২০০০ টাকার বিনিময়ে আমরা রাস্তায় ইজ্জত বিক্রি করতে নেমেছি?' আর একজন বলেন, 'উনি যখন রেট ঠিক করেছেন্‌ উনি যখন পাকাপাকি বলছেন, ২০০০ টাকায় মা-বোনেরা সাজানো ঘটনা বলছেন্‌ আমরা বিক্রি হয়ে গিয়েছি। আমরা তো কাঠের পুতুল! আমাদের যেভাবে বলছে সেভাবে চলছি। উনিই বলছেন। তাহলে ওনার ঘরে যে মা-বোনেরা আছেন, তাঁদের কি ২০০০ টাকার দাম দিয়ে লাইনে রেখেছেন?'

এই ভিডিওটি শেয়ার করে তরুণজ্যোতি লেখেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার পিসির গালে সপাটে থাপ্পর মারল সন্দেশখালির সাধারণ মহিলারা। কতটা

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

৪ জুনের পর পার্টি অফিস খোলার লোক পাবেন না:শুভেন্দু

উল্টে খেতে জানেন না। পান্তা, মুড়ি খাওয়ার ছবি দেন। তিনি কিন্তু খুব ভালো পিঠে খান। স্বপন দেবনাথের ঘরে জাল চাকরি দুটো রয়েছে। তপন চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে ২০১৪ সালে সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন।

মমতা ও অভিষেককে নিয়ে শুভেন্দু বলেন, আমার নাম ধরার সাহস নেই। গদ্দার বলেছেন মেদিনীপুরে গিয়ে। ২দিন আগে বলছিলেন, বিরোধীরা মানে আমাকে টার্গেট করে পিসি ভাইপো বলে। নাম বলুক দেখে নেব। পূর্বস্থলীর পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে বললাম, পিসির নাম মমতা আর ভাইপোর নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছু করার থাকলে করে নেন। ভয় দেখিয়ে চমকে কিছু করতে পারবেন না। কেউ আপনাকে ভয় করেন না।

কৃষক, তাঁতি থেকে মতুয়া সম্প্রদায়ের মন জয়ের প্রয়াস চালিয়ে শুভেন্দু হাতিয়ার করেন বেকারত্ব ইস্যুকেও। বলেন, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সবচেয়ে বড় সর্বনাশ করেছেন। সিপিআইএমের সময় বেকার ছিল ১ কোটি, আপনি সেটাকে ২ কোটি করেছেন। মাফলার জেলে গিয়েছে, এবার হাওয়াই চটিও যাবে।

সন্দেশখালির যে ভিডিও নিয়ে তৃণমূল বিজেপিকে বিঁধেছে তার প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু বলেন, ফেক ভিডিও দেখিয়ে কিছু হবে না। কয়লা ভাইপোকে আমি সাইজ করব। পিসিকে হারিয়েছি। ভাইপোর বিষয়টি আমার উপর ছেড়ে দিন।

পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের নাম ধরে তিনি বলেন, এখানকার বিধায়কও পিঠে খান। যাঁর সঙ্গে কলকাতার ফ্ল্যাটে থাকেন সব তথ্য আছে। তৃণমূলের নেতাদের কাজকর্মের বিশাল লম্বা লিস্ট আমাদের কাছে আছে। কেষ্ট মণ্ডল এখন সকন্যা তিহার জেলে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। শেখ শাহজাহান আমার চামড়া প্যাকেটে ভরার আগে গুষ্ঠিশুদ্ধ প্যাকেট হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন না অরবিন্দ কেজরিওয়াল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন না অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আবগারি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর জেলমুক্তি নিয়ে শীর্ষ আদালতে দীর্ঘ শুনানি পরে হতাশ হতে হল তাঁকে। শুনানির সময়ে সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানিয়ে দিয়েছে, কেজরিওয়াল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। অবশ্যই নির্বাচনী প্রচারে তাঁর অংশ নেওয়া উচিত।তবে নির্বাচন না থাকলে কেজরির অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেওয়া নিয়ে এত ভাবনাচিন্তাও করা হত না। আগামী ২০ মে পর্যন্ত জেলেই থাকবেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী।ইডিকে তোপ দাগার পরে কেজরিওয়ালকে অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে একাধিক শর্তও দেওয়া হত। দুই বিচারপতি জানান, “নির্বাচন না চললে হয়তো কেজরিকে জামিন দেওয়ার কথা আমরা ভাবতাম না। তবে যদি কেজরিওয়াল জামিন পান তাহলে সরকারি নথিপত্রে সই করতে পারবেন না। সরকারি কাজে কেজরির কোনও হস্তক্ষেপ আমরা চাই না।” তবে দীর্ঘ সময় ধরে শুনানি চললেও শেষ পর্যন্ত জামিন মেলেনি কেজরির। আবগারি মামলায় আগামী ২০ মে পর্যন্ত জেলেই থাকতে হবে তাঁকে। উল্লেখ্য, দিল্লিতে লোকসভা নির্বাচন ২৫ মে। তার আগে কি মুক্তি পাবেন আপ সুপ্রিমো?গত ২১ মার্চ আবগারি মামলায় দুর্নীতির অভিযোগে কেজরিওয়ালকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছিল ইডি। সপ্তাহদুয়েক পরে তাঁকে পাঠানো হয় তিহাড় জেলে। ইডির গ্রেপ্তারির বিরোধিতা করে শীর্ষ আদালতে মামলা করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। শুনানিতে বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ জানায়, গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আবেদনের শুনানির জন্য সময় লাগতে পারে। তাই আদালত তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করবে। তার পরেই অনুমান ছিল, পরবর্তী শুনানিতে হয়তো জামিন পেতে পারেন আপ সুপ্রিমো। মঙ্গলবার শুনানির সময় ইডি আধিকারিকদের তীব্র ভর্ৎসনা করেন দুই বিচারপতি। আবগারি মামলার তদন্ত করতে কেন এত বেশি সময় লাগছে, সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলে শীর্ষ আদালত। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে সুপ্রিম কোর্ট মনে করিয়ে দিয়েছে, কেজরিওয়াল মোটেই দাগি অপরাধী নন। তাঁর পক্ষে ও বিপক্ষে- দুরকম ক্ষেত্রেই যদি প্রমাণ মেলে তাহলে কোনটাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে? প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের।

দিল্লিতে চার প্রার্থীকে সমর্থন ঘোষণা করেছেন

মীনাক্ষী চৌধুরী, সাংবাদিক। নয়াদিল্লি, ৭ মে, ২০২৪ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : দিল্লিতে কংগ্রেসের ফায়ার ব্র্যান্ড নেতা এবং প্রার্থী কানহাইয়া কুমার, পশ্চিম দিল্লি থেকে অঅচ-এর মহাবল মিশ্র, উত্তর পশ্চিম থেকে কংগ্রেসের উদিত রাজ এবং মিথিলা আজ ঘোষণা করেছেন। প্রয়াত সুষমা স্বরাজের কন্যা এবং নয়াদিল্লির বিজেপি প্রার্থী বাঁসুরি স্বরাজকে সমর্থন, যিনি সর্বদা স্বার্থ রক্ষায় প্রস্তুত ছিলেন।

কমিটির আন্তর্জাতিক সংগঠক অধ্যাপক অমরেন্দ্র ঝা ও চলচ্চিত্র অভিনেতা অঞ্জনি কুমার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ ঘোষণা দেন। মিথিলার আন্দোলনকারী প্রদীপ ঝা, মিসেস মীরা ঝা, সেজন ঝা ও মোহাম্মদ মুন্না এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক ঝা বলেছেন যে এই প্রার্থীরা পৃথক মিথিলা রাজ্যের পক্ষে ছিলেন, তাই এই লোকসভা নির্বাচনে তাদের সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এটা ভাগ্যের ব্যাপার যে মিঃ কুমার ও মিশ্র মিথিলার বাসিন্দা। এলএস

১-ম পাতার পর

তৃণমূল নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশই এই স্টিং অপারেশন করেছে: সুকান্ত

পাঠানো হবে বলে দাবি করেন সুকান্ত। বিজেপি নেতার এহেন দাবিতে স্বভাবতই ফের শুরু হয়েছে চর্চা।সেটা ফাঁস করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

গত সপ্তাহান্তে সন্দেশখালির বিজেপি নেতা গঙ্গাধরের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছিল, সন্দেশখালি কাণ্ড সাজানো! মহিলাদের ধর্ষণের যে অভিযোগ, সেটাও সাজানো। এই ভাইরাল ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি। তবে এবার এই নিয়ে একটি বিস্ফোরক দাবি করলেন সুকান্ত।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি দাবি, তৃণমূল নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশই এই স্টিং অপারেশন করেছে। সুকান্তর কথায়, 'আমাদের কাছে সব খবর চলে এসেছে। একজন সাংবাদিককে সামনে বসিয়ে রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়েন্দারা এই স্টিং অপারেশন চালিয়েছে'।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে স্টিং অপারেশনের এই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর সন্দেশখালির বিজেপি নেতা গঙ্গাধর, সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন। ভিডিও বিকৃত করার অভিযোগও এনেছিলেন তিনি। তবে এবার এক চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন সুকান্ত। যে কারণে ফের শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্যে।

১-ম পাতার পর

হাতেনাতে ধরলেন ভুয়ো এজেন্ট সেলিম

নিয়ে কমিশনের যায় রিপোর্ট। মকপোলিং-এর সময় দুজন এজেন্ট ঢুকতে চান। সেক্টর অফিসার একজনকে রেখে বাকি একজনকে বের করে দেন।নিয়ম অনুযায়ী বুথের মধ্যে একজনকেই রাখতে দেওয়া হয়। আপাতত, পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ বলে জানিয়েছে কমিশন।

১-ম পাতার পর

উত্তরপ্রদেশে সংখ্যালঘুদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে: মমতা

সারাদেশেই বিজেপি দুষ্কৃতী-রাজ নামিয়ে আনবে।

এই প্রসঙ্গে কমিশনকেও তীব্র আক্রমণ করেছেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আপনারা কী মনে করেন, উত্তরপ্রদেশের এই ঘটনায় কমিশন বিজেপির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবে? মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট মোদী কোড অফ কন্ডাক্টে পরিণত হয়েছে। যা খুশি করে যাচ্ছে।"

একই সঙ্গে মমতার হুঁশিয়ারি, "বাংলায় এসব করতে এলে মানুষ রুখে দেবে। ৫ জনকে ভোট দিতে না দিলে ৫ লাখ মানুষ বিরুদ্ধে ভোট দেবে।" প্রধানমন্ত্রীকে 'স্বেচ্ছাচারী রাজা' বলেও কটাক্ষ করেন মমতা। সরাসরি মোদীকে উদ্দেশ্য করে মমতা বলেন, "তুমি তো সিবিআইকে দিয়ে রিপোর্ট তৈরি করে ছেলেমেয়েদের চাকরি খেয়ে নিয়েছো।"

টেনে এনেছেন সন্দেশখালির প্রসঙ্গ, "কয়েকহাজার টাকার বিনিময়ে সন্দেশখালিতে মা, বোনেদের সম্মান নিয়ে খেলল বিজেপি। আপনারা সবটাই দেখলেন।"

১-ম পাতার পর

মোটের উপরে শান্তিপূর্ণ ভোট দানই হয়েছে রাজ্যে

বিরুদ্ধে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ করেন কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। বুথে ঢুকে তিনি ভোটারদের প্রভাবিত করছেন বলে কমিশনে নালিশ জানানা। পাল্টা বিজেপি প্রার্থী তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ করেন। এই নিয়ে ইংরেজবাজার এলাকায় তুমুল অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

অন্যদিকে আবার জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে রীতিমতো হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি। তৃণমূল কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে বুথে ঢুকে ভোটারদের প্রভাবিক করার অভিযোগ করা হয়। তার প্রতিবাদ করতেই শুরু হয় হাতাহাতি। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মালদহের রতুয়ায় বেশ কিছু বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ।জঙ্গিপুরে ভোটের হার ৭২.১৩ শতাংশ এবং মুর্শিদাবাদে ভোটের হার ৭৬.৪৯ শতাংশ। মোট চার জায়গায় ভোট শান্তিপূর্ণই হয়েছে। মানুষ স্বতোঃস্ফূর্ত ভোটদান করেছেন।

সকাল থেকে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে অশান্তির ছোঁয়া দেখা গিয়েছিল। মহম্মদ সেলিমের কেন্দ্রে একাধিক জায়গায় সিপিএমের এজেন্টদের বসতে না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সেলিম সেই সব বুথে গিয়ে ভুয়ো এজেন্ট ধরেছেন। এই নিয়ে সেলিমের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি পরিস্থিতি তারি হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস ভুয়ো এজেন্ট দিয়ে ভোট করানোর চেষ্টা করেছে বলে অবিযোগ করেন বাম প্রার্থী। সেলিমকে গো ব্যাক স্লোগানও শুনতে হয়েছে একাধিক জায়গায়। পুলিশ রীতিমতো এসকর্ট করে নিয়ে গিয়েছিল সেলিমকে। অন্যদিকে জঙ্গিপুরের একাধিক জায়গায় আইএসএপের সঙ্গে টিএমসির সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। তবে পরিস্থিতি সঙ্গে সঙ্গে সামাল দিয়েছে পুলিশ।

২ পাতার পর

সন্দেশখালি ভিডিও ইসু নিয়ে, ইস্যুকে সামনে রেখেই গর্জে উঠলেন সন্দেশখালির মা বোনেরা

নোংরা হলে মহিলাদের ইজ্জতের দাম বেঁধে দেওয়া যায়, কালীঘাটের বিশেষ এলাকায় এটার প্রচলন অত্যন্ত প্রাচীন তাই স্বভাববশতই মনে হয় তৃণমূল কংগ্রেস এইরকম নোংরামি করছে।বসিরহাটের যে বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র, তাঁকেও ২০০০ টাকা দিয়ে মিথ্যে অভিযোগ করানো হয়েছে'। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবার এই ইস্যুকে সামনে রেখেই গর্জে উঠলেন সন্দেশখালির মা বোনেরা। সম্প্রতি বিজেপি নেতা তরুণজ্যোতি তিওয়ারি নিজের সমাজমাধ্যম প্রোফাইলে একটি ভিডিও শেয়ার করেন।সেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে শোনা যাচেছ, 'বসিরহাটের যে বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র, তাঁকেও ২০০০ টাকা দিয়ে মিথ্যে অভিযোগ করানো হয়েছে'।

উল্লেখ্য, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে আবহে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জ্বলন্ত ইস্যু হল সন্দেশখালি। সম্প্রতি আবার একটি 'স্টিং অপারেশনে'র ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এরপর থেকে এই আরও বেড়েছে বিতর্ক। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে একাধিকবার নিশানা করা হয়েছে বিজেপিকে। এবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন সন্দেশখালির মহিলারা।

ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী কেরালা উপকূলের কাছে

৬ ভারতীয় আরোহী সহ ইরানের একটি নৌকা আটক করেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী ৫ মে ২০২৪ কেরালা উপকূলের কাছে পশ্চিম বেপোর-এ ৬ ভারতীয় নাবিক সহ ইরানের একটি মাছ ধরার নৌকা আটক করেছে। বাহিনীর জাহাজ এবং বিমানের সাহায্যে সমন্বিত অভিযানে দ্রুত আটক করা গেছে নৌকাটিকে।

এরপর বাহিনীর জওয়ানরা আটক করা নৌকাটিতে উঠে আদ্যোপান্ত খানা-তল্লাশি চালায় দেশ বিরোধী কোনো কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত কী না তা দেখতে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে নৌকাটির মালিক একজন ইরানী ব্যবসায়ী। তিনি তামিলনাড়ু থেকে এই ভারতীয় মৎস্যজীবীদের ভাড়া করেছিলেন ইরান উপকূলে মাছ ধরার জন্য। তাদের ইরানের ভিসাও দেওয়া হয়েছিল।

নাবিকদের অভিযোগ, ওই ব্যবসায়ী তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। ন্যূনতম খাদ্য-পানীয় দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি তাদের পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া হয়েছে। নাবিকরা জানায়, তাদের পরিকল্পনা ছিল এই নৌকা নিয়েই ইরান থেকে ভারতে পালিয়ে আসার। আটক নৌকাটিকে ৬ মে ২০২৪-এ কোচিতে নিয়ে আসা হয়েছে আরও তদন্তের জন্য।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১২৪ সংখ্যা ০৮ মে, ২০২৪ বুধবার ২৫ বৈশাখ, ১৪৩১

লোকসভা ভোটের প্রচারে

রামমন্দির প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মুসলিম সংরক্ষণ' এবং 'সম্পদ কেড়ে সংখ্যালঘুদের বণ্টনে'র পরিকল্পনার অভিযোগ তুলেছিলেন আগেই। এ বার লোকসভা ভোটের প্রচারে রামমন্দির প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মধ্যপ্রদেশের ধার লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির সভায় তিনি বলেন, "কংগ্রেসের লক্ষ্য হল, বাবরি মসজিদের খোলা তালা এনে রামমন্দিরে ঝুলিয়ে দেওয়া। "মোদীর অভিযোগ, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস যে সুপ্রিম কোর্টের রায় পাল্টে রামমন্দির বন্ধ করতে চায়। এ ক্ষেত্রে প্রয়াত রাজীবের জমানার শাহ বানো মামলার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "রাজীব গান্ধী যে ভাবে শাহ বানো মামলার রায় পাল্টে দিয়েছিলেন, শাহজাদাও সে ভাবে রামমন্দির নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় বদলে দিতে চান।" প্রসঙ্গত, ১৯৮৫-তে শাহ বানো মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বিবাহবিচ্ছিন্ন মুসলিম মহিলাদের খোরপোশ পাওয়ার অধিকার দিয়েছিল। কিন্তু রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ সেই রায়ের প্রতিবাদে আন্দোলনে নামার পরে মুসলিমদের জন্য আলাদা নতুন দেওয়ানি আইন আনা হয়েছিল। বিজেপি সে সময় থেকেই মুসলিমদের আলাদা আইনের বদলে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে সুর চড়াতে শুরু করে।আশির দশকে রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ফৈজাবাদ জেলা আদালতের নির্দেশ মেনে অযোধ্যার বাবরি মসজিদের তালা খুলে রামলালার পুজোর ব্যবস্থা করেছিল উত্তরপ্রদেশ সরকার। পরবর্তী সময়ে রামমন্দির আন্দোলন দানা বাঁধার ক্ষেত্রে ওই ঘটনাকে 'অনুঘটক' বলে মনে করেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। ১৯৯২-এ করসেবকদের হানায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরেও আদালতের নির্দেশে চালু ছিল ক্যানভাসের ছাউনির অস্থায়ী কাঠামোয় রামলালার পুজো।সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর ঐতিহাসিক অযোধ্যা মামলার রায় ঘোষণার পরে অযোধ্যার সেই বিতর্কিত জমিতে নির্মিত হয় রামমন্দির। চলতি বছরের ২২ জানুয়ারি সেই মন্দিরের উদ্বোধন করেছেন মোদী স্বয়ং। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, রামমন্দির আবেগ উস্কে দিতেই বাবরি মসজিদের প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মধ্যপ্রদেশের ওই সভায় তিনি বলেন, "কংগ্রেস যাতে বাবরি মসজিদের তালা এনে রামমন্দিরে ঝোলাতে না পারে, তা নিশ্চিত করতেই বিজেপিকে ৪০০ আসনে জেতাতে হবে।"

সম্পাদকীয়

যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের চাকরি থাকবে, অযোগ্য চাকরি প্রার্থীদের পাশে নেই রাজ্য

গত ২২ এপ্রিল নিয়োগ মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে চাকরি খুইয়েছিলেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট ওই রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করায় আপাতত ১৬ জুলাই পর্যন্ত চাকরি বহাল থাকছে চাকরিহারাদের।তবে বিরোধী দলনেতা বলেন, "আমরা আশা রাখছি, আদালত যোগ্যদের চাকরির সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অযোগ্যদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী-সহ দোষীদের জেলে ভরবে।"

প্রথম দু'দফার মতো মঙ্গলবার তৃতীয় দফা ভোটকে ঘিরেও বড় কোনও অশান্তির ঘটনা ঘটেনি। কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, "শান্তির ভোটের ক্রেডিট আধাসামরিক বাহিনীর। ওরা গুন্ডাদের বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমরা সকাল থেকে বুথ ধরে ধরে যেখানে যেখানে বলেছি সেখানেই গুন্ডারা বাহিনীর ডান্ডা খেয়েছে।"মঙ্গলবার সন্ধেয় আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ যোগ্য ও অযোগ্যদের আলাদা করতে চাইছেন। একই সঙ্গে ২০২২ সালের ৫ মে মন্ত্রিসভা যে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করেছিল, সে বিষয়ে সিবিআই তদন্তে সুপ্রিমকোর্ট কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি। অর্থাৎ এবিষয়ে আদালতও জানতে চায়, মন্ত্রিসভার ক্যাবিনেট মিটিংয়ে কী সিদ্ধান্ত হয়েছিল।"

আদালতের রায়কে ইতিমধ্যেই স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও। আলাদা করে সাংবাদিক বৈঠক করে আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন তৃণমূলও। পর্যবেক্ষকদের মতে, আদালতে রায়ে ভোটের মাঝে অক্সিজেন ফিরে পেল শাসকদল। আদালতের রায়ে বিজেপির অস্বস্তি তৈরি হল কি না, তা নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

খেটে খেতে শিখুন, এতেই সব আনন্দ। পরের দয়ায় পেট চালিয়ে লাভ কি ? স্বামীজী ভদ্রলোকের সব কথা শুনলেন। কিন্তু কোনো রকম প্রতিক্রিয়া না করে শুধু বললেন - আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তিনি যা করান আমি তাই করি। খানিকক্ষণ বাদে একটি স্টেশন এলো, স্বামীজী এবং সেই ভদ্রলোক দুজনেই সেখানে নামলেন। ভদ্রলোকটি স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করলেন- সঙ্গে কোনো খাবার আছে কিনা ? থাকলে সেটা খেয়ে নিন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

প্রধান কমান্ডার হিসেবে ছিলেন । (Viking এবং king) শব্দ দুটি এসেছে সিংহ থেকে পশ্চিমা দেশগুলোতে যে বৈদিক সংস্কৃতির বিদ্যমান ছিল তার প্রমাণ ইউরোপ জুড়ে আবিষ্কৃত কৃষ্ণ, শিব, সূর্যদেব সহ আরও বিভিন্ন মূর্তি । একসময় দেবতা এবং অসুরদের সঙ্গে প্রায় বার বার যুদ্ধ হয়েছিল । পরে ককেশাসের পূর্বদিক দেবতাদের এবং পশ্চিম দিক অসুরদের দেয় । কিছু অসুর সেখানে অবস্থান করেছিল ।ময়দানব তখন অসুরদের রাজ ছিলেন । তার স্থায়ী বসতি ছিল আলাতল লোক (ভূমন্ডলের ১০,৮৮,০০০ কি.মি. দক্ষিনে) যেখানে ফ্লায়িং সসার নির্মিত হয় । ময়দানবের অনুসায়ী মগরা তাদের সেই বসতির স্থানকে 'অমরক' (অসধৎধশধ) নামে ডাকত । কেননা অসুরেরা প্রয়ই মনে করে মৃত্যু তাদের কিছুই করতে পারবে না । তাই তারা তাদের মাতৃভূমিকে স্বর্গ মনে করত । আর এজন্যই এই নাম পরবর্তীতে আমেরিগো ভেসপুচ্চি (Amerigo vespucci) এটিকে বর্তমানে আমেরিকা নামে পুনস্থাপন করে ।তেমনি ভারতবর্ষের মানচিত্র একটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাসে বীরভূম জেলার রামপুরহাট শহরের কাছে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র মন্দির নগরী তারাপীঠ" আলোচনায় আমরা ।এই শহরের তান্ত্রিক দেবী মা তারা আর মন্দির সংলগ্ন শ্মশানক্ষেত্রের জন্য বিখ্যাত পবিত্র তীর্থক্ষেত্র ।এই মন্দির শাক্তধর্মের পবিত্র একান্ন সতীপীঠের অন্যতম ।ঐতিহ্য ও আরাধনার সাথে যুক্ত সেই মন্দির । কিন্তু প্রশ্ন হল এই পীঠের অবস্থান কোথায় ?তারাপীঠ বীরভূম জেলার মারগ্রাম থানার অধীনস্থ সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি ছোট গ্রাম । প্লাবন সমভূমিরে সবুজ ধানক্ষেত্রের মধ্যে এই তীর্থস্থানটি অবস্থিত ।পূর্বে তারাপীঠ বাংলার সাধারণ মাটির বাড়ি আর মেছোপুকুরে ভরা গ্রামের মধ্যে অন্যতম ছিল। কিন্তু এর প্রসিদ্ধি মাতৃভক্ত ব্যামাক্ষেপা অর্থাৎ বামদেবের এক নামে তারাপীঠকে চেনা যায়। তারাপীঠের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ সাধক হলেন বামাক্ষ্যপা(১৮৪৩ - ১৯১১)। তবে পৌরাণিক ইতিহাসের, লোকশ্রুতি বলে দক্ষের যজ্ঞে সতীর প্রাণ বিসর্জনের পর শিবের উন্মাদনা আর বিষ্ণুর সুদর্শণ চক্রের যখন সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় , ঠিক সেই মুহূর্তে সতীর তৃতীয় নয়ন এই তারাপীঠে পড়ে । ঋষি বশিষ্ঠ এইটি প্রথম দেখেন এবং সতীকে তারা রূপে পূজো করতে থাকেন । কিন্তু তিনি প্রচারের অন্তরালে থেকে গেছেন চিরকাল , তবু পীঠের বৈশিষ্ঠ্য তাঁকে ছেড়ে নয় , এখানেই তাঁর সাধক বৈশিষ্য বিরাজমান ।এই পীঠের বৈশিষ্ঠ্য হল এখানে সাধনা করলে জ্ঞান , আনন্দ ও সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় । কিন্তু কিংবদন্তী বলে প্রথম যখন বশিষ্ঠ দেব এই তারা মায়ের পূজা করতে থাকেন , তখন তিনি অসফল হন । আর তিব্বতে গিয়ে বিষ্ণু অবতার বুদ্ধের কাছে পরামর্শ নেন । বুদ্ধদেব স্বপনাদেশে জানতে পারেন , তারা সিদ্ধ স্থান হল তারাপীঠ , এবং বুদ্ধদেব বাম মার্গের মদ্যমাংসাদি পঞ্চমাকার সহ তারাদেবীর পূজো করতে নির্দেশ দেন । বুদ্ধদেবের নির্দেশে বশিষ্ঠ বেদ ৩ লক্ষ বার জপ করলে তারামা সন্তুষ্ট হন ।বুদ্ধ যে শিশুশিবকে স্তনপানরত অবস্থায় দেখেছিলেন , সেই রূপ দেখাতে , বশিষ্ট দেব মা কে প্রার্থনা করেন , মা প্রীত হন এবং সেই রূপই প্রস্তর অবয়বে রূপান্তরিত হয় ।

ইতিহাসের পাতা বলে রসায়নাচার্য নাগার্জুন তিব্বত থেকে বৌদ্ধ দেবী তারা সাধনপদ্ধতি ভারতে নিয়ে আসেন ।পালযুগেই এই ধর্ম বিকাশ পায়। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ দেবী হিন্দু ধর্মের উত্থানে হিন্দু দেবীতে পরিণত হয় ।তবে হিন্দু সনাতন ধর্মের কাশ্যপ গোত্র কাশ্যপ মুনির বংশধর ছিলেন বামদেব ছিলেন উনিশ শতকের অপার প্রসিদ্ধ কালীভক্ত রামকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক । তন্ত্রের মননে আজ তিনি ঐ শতকের বার্তা । অল্প বয়সেই তাঁর গৃহত্যাগ এবং কৈলাসপতি বাবার হাত ধরেই তন্ত্রের হাতে খড়ি । বামদেব তারামায়ের একান্ত একনিষ্ট ভক্ত । তারাপীঠের নিকটবর্তী মল্ল রাজাদের মন্দিরময় গ্রাম মালুটি তাঁর সাধন ক্ষেত্র ।তারাপীঠের মায়ের সন্তান তিনি । এখন প্রশ্ন হল হলঃ- মায়ের প্রতি এই সন্তান কিভাবে এক হয়েছিলেন । মাটির পুতুল নাকি কথা বলে , এমন কথা বাবার কাছে প্রথম তিনি শোনেন । আর তাকেই তিনি সত্য বলে মেনে নেন । বারে বারে মায়ের কাছে আছড়ে পড়েন তিনি । কিন্তু যখন সাধকের সাধনা নিত্য ছেড়ে সেই চরণে নিয়োজিত হয় , তখন মনে হয় সাধ্য সাধনা সমগ্র বাধাবিঘ্ন পরিত্যাগ করতে পারে , এখানেও তাই । ঈশ্বর ভক্তের আকুতি নেন , ভালোবাসা নেন , আর কিছু নাই । তাই বাংলায় বলা হয় ভাবগ্রাহী জনার্দন , আর সেই খোঁজে মায়ের সাথে তার সক্ষতা ।তারপর ধীরে ধীরে সাধনার গুহ্য তত্ত্ব তিনি জানতে পারেন । একবার রাগ করে কাশীর মা অন্নপূর্ণার কাছে চলে যান ।কিন্তু দীর্ঘ দুদিন না খেয়ে আবার ফিরে আসেন ।তবে শোনা যায় , মা অন্নপূর্ণা তাঁকে নিজে হাতে খাবার খাইয়েছিলেন । পরে আবশ্য তিনি তাঁরও দেখা পান । মায়ের আদেশে তিনি ব্রহ্মাণ্ড আলাপ করেন । এমনকি তৎকালীন সমাজে তিনি অনেক অল্প বয়সী কিশোরীকেও দীক্ষা দেন এবং জীবন রক্ষা করেন । তারামায়ের আশীর্বাদ পুষ্ট সন্তান মানুষের আরোগ্যদানের তন্ত্র পুরুষ । লোকশ্রুতি তিনিই বশিষ্ঠ , সেই আদি পূজার মায়ের সন্তান । জীবনের প্রথম দিকে অনেক দারিদ্র্যের মাঝে বেড়ে উঠলেও নাটোরের রাণীর প্রাপ্ত স্বপ্নাদেশে মা বামদেবের খাবারের ব্যবস্থা করেন । তিনি মায়ের ক্ষ্যাপা ছেলে । রাগ অভিমানের অংশী ।একবার পূজোর আগেই তিনি মায়ের খাবার খেয়ে ফেলেছিলেন, আর তারপরই তিনি পুরোহিতদের রোষে পড়েন। মা স্বপ্ন দিয়ে বামদেবের প্রথম ভোজনের আদেশ দেন। এরপর থেকে মায়ের নৈবেদ্য আগে বামদেবকে সমর্পণ করা হত । পড়াশুনার প্রতি তাঁর একদমই মতি ছিল না , তাই তো তাঁকে হাজার চেষ্টা করেও সে পথে ব্রতী করানো যায় নি । "ছেলেটি তো অ , আ লেখেনি , সে লিখেছে জয় তারা " জয় তারা " , সবপাতাতেই একই কথা লিখেছে ।"বামাচরণের এই মাতৃ আবেদন তাঁকে সাধক বামাদেবে পরিগণিত করেছে। পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছে তিনি "হাউড়া" নামে পরিচিত , যার অর্থ হল "নির্বোধ "। মন্দির পরিচালনার কর্মচারী "দূর্গাদাস সরকার " এর পরিচিত কৈলাস বাবাজীর সাথে বামদেবের পরিচয় ।তারাপীঠে তিনিই প্রথম কৈলাচার্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর হাতেই ১৩১৮ বাংলার নরলীলায় জনকল্যাণ শুরু হয়।দেবতা ও মানুষ , মানুষ ও পশুতে , জাত ও বেজাতে এবং ঘনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করেন নি।তবে তিনি বাক্সিদ্ধ ছিলেন । মুখে যা বলে ফেলতেন সেটাই ঘটে যেত। তারাপীঠের নগেন পাণ্ডা খুবই খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন । তাঁর অনুনয়ে বামদেব স্থানীয় জমিদার পূর্ণচন্দ্র সরকারকে রোগমুক্ত করতে যান । কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই তিনি বললেন " ও নগেন কাকা , এ শালা তো এখনি ফট" । তারপরি রুগী মারা যায় । এই হলেন বাক্সিদ্ধ বামদেব । লোক শ্রুতি বলে একবার মায়ের উপর ক্ষেপে গেলে মা বামদেব কে নিজের স্তন দিয়ে শান্ত করেন । সেই দেবী মাতৃকার স্বতঃস্ফূর্ত ব্যক্তিপুরুষকে আজ শ্রদ্ধা জানাই । সনাতনী ঐতিহ্যে, মা তারার কৃপাধন্য তারাপীঠ প্রণাম ।বামদেব তাই শাশ্বত আর যথার্থ।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

নেটিজেনদের মন্তব্যের কড়া জবাব দিলেন স্বস্তিকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলা সিনেমার অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখার্জি। জীবনটা নিজের শর্তে উপভোগ করেন এই অভিনেত্রী। ঠোঁটকাটা স্বভাব, সমাজের বাঁকা দৃষ্টিকে পাত্তা না দেওয়ায় বছর জুড়েই আলোচনায় থাকেন। আবার সমকালীন বিষয় নিয়ে কথা বলেও বহুবার সমালোচিত হয়েছেন স্বস্তিকা।

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। গেল এপ্রিল থেকেই এখানে প্রচণ্ড দাবদাহ দেখা যাচ্ছে। শুধু এপার বাংলা নয়, ওপার বাংলার মানুষও হাঁসফাঁস করছেন তীব্র দাবদাহে।

পরিবেশ বাঁচাতে বিজ্ঞানীরা যেমন গাছ লাগানোর কথা বলছেন, তেমনি তারকাদের মধ্যেও অনেকে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে কথা বলে নেটিজেনদের কটাক্ষের মুখে পড়েছেন স্বস্তিকা। তবে তিনিও কম যান না। রীতিমতো নেটিজেনদের এক হাত নিলেন তিনি।

১ মে নিজের ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন স্বস্তিকা। ক্যাপশনে অভিনেত্রী লেখেন, ;আরও গাছ কাটো/ আরও পুকুর বোজাও/ কংক্রিটের জঙ্গলে বাস করবে মানুষের লাশ।'

আর এতেই খেপে গিয়ে স্বস্তিকার দিকে প্রশ্নের তীর ছোড়া শুরু করেন তারা। সুপ্রিয়া নামের একজন লিখেছেন, 'আপনি থাকেন কোথায়? কয়টা গাছ লাগিয়েছেন এই পর্যন্ত? ফ্ল্যাট কেনা নেই তো একটাও?'

প্রশ্নগুলো দেখে থেমে থাকেননি স্বস্তিকাও। সুপ্রিয়ার সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তিনি। অভিনেত্রী লেখেন,ঃহ্যাঁ, গাছ লাগিয়েছি। আমাদের বাড়ির গলিতে যত গাছ আছে সবগুলো আমি এবং আমার বাবা দুজনে মিলে লাগিয়েছি। আর আমার ফ্ল্যাট কেনা নেই। আমি আমার বাবার বাড়িতে থাকি। আর মুম্বাইতে থাকি ভাড়া বাসায়।

জবাবে অভিনেত্রী আরও লেখেন, ফেসবুকে এসে কাউকে আক্রমণ করার আগে চেক করে নিবেন আমার কয়টা ফ্ল্যাট আছে। আর গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের দায় আমাদের সবার। আমাকে তীর ছুড়ে প্রকৃতির কোনো সুরাহা হবে না।

অন্যদিকে সায়ন্তন ঘোষ লেখেন, 'দিদি ভাই কংক্রিটের ফ্ল্যাটে বসে এবং এসিতে বসে বসে স্ট্যাটাস দিচ্ছেন।' এই মন্তব্যেরও কড়া জবাব দিয়েছেন স্বস্তিকা। তিনি লেখেন, ফুটপাতে বসে স্ট্যাটাস দিতে পারব না দাদা। আমি গত ৪ দিন ধরে রাস্তায় কাজ করছি। পোর্টবেল এসি তো পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলে না হয় সঙ্গে নিয়ে আসতাম।

আরেক নেটিজেন লিখেছেন, 'এসি ঘরে বসে জ্ঞান দিচ্ছেন।' এর জবাবে স্বস্তিকা লেখেন, 'কী করে জানলেন আমি এসি ঘরে বসে জ্ঞান দিচ্ছি?'

এমন অসংখ্য মন্তব্য ভেসে বেড়াচ্ছে স্বস্তিকার কমেন্টসবক্সে। আর কেউ কেউ তো আবার স্বস্তিকার বাসার ছবিই চেয়ে বসেছেন। তারা আসলে দেখতে চান স্বস্তিকা এসি ঘরে বসে স্ট্যাটাস দিচ্ছেন কিনা। মূলত এসব বিষয় নিয়ে জোর চর্চা চলছে নেটদুনিয়ায়।

জলে ডুবে মারা যেতে বসেছিলেন এই নায়ক, তাকে বাঁচিয়ে তুলেন কারিশমা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১৯৯১ সালে 'প্রেম কয়েদি' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক ঘটে কারিশমা কাপুরের। বয়সে ছোট হরিশ কুমারকে অভিষেক চলচ্চিত্রে নায়ক হিসেবে পেয়েছিলেন তিনি। অভিষেক সিনেমার শুটিং সেটে পানিতে ডুবে মারা যাচ্ছিলেন হরিশ। আর সেই সময়ে তাকে বাঁচিয়েছিলেন কারিশমা কাপুর। ইনস্ট্যান্ট বলিউডকে দেওয়া সাক্ষাৎকার এ তথ্য জানিয়েছেন আড়ালে চলে যাওয়া নায়ক হরিশ।

হরিশ কুমার বলেন, 'সিনেমার (প্রেম কয়েদি) দৃশ্যে পুলের জলে ডুবতে যাওয়া কারিশমাকে আমি লাফিয়ে পড়ে বাঁচাই। কিন্তু বাস্তবতা হলো তার বিপরীত; কারিশমাই আমাকে বাঁচায়। কারণ আমি সাঁতার জানতাম না।'

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে হরিশ কুমার বলেন, 'আমি ডুবতে যাচ্ছিলাম। মানে আমি জলে ডুবে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সেটের সবাই ভাবছিলেন আমি প্রাঙ্ক করছি। সুতরাং কারিশমা ছাড়া সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে আসেননি। কারিশমা এসে আমাকে ধরেছিল, আমিও কারিশমার জামা ধরেছিলাম।'

'প্রেম কয়েদি' সিনেমায় নীলিমা চরিত্রে অভিনয় করেন কারিশমা। চন্দ্র মোহন চরিত্রে অভিনয় করেন হরিশ কুমার। তখন তার বয়স মাত্র ১৫ বছর। আর কারিশমার বয়স ১৬ বছর। 'প্রেম কয়েদি' সিনেমা পরিচালনা করেন কে. মুরালি মোহন রাও।

কারিশমা কাপুর অভিনয়ে এখন খুব একটা সরব নন। প্রায় ৬ বছর পর 'মার্ডার মোবারক' সিনেমায় অভিনয় করেন। চলতি বছরের ১৫ মার্চ মুক্তি পায় সিনেমাটি। অন্যদিকে, হরিশ কুমারও অভিনয় থেকে দূরে রয়েছেন। ২০১৮ সালে সর্বশেষ মুক্তি পায় তার অভিনীত সিনেমা।

প্রেমের অপেক্ষায় মনীষা, খুঁজছেন জীবনসঙ্গী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে মনীষা কৈরালা অভিনীত নতুন ওয়েব সিরিজ 'হীরামান্ডি দ্য ডায়মন্ড বাজার'। সঞ্জয় লীলা বানসালি পরিচালিত এই সিরিজে মল্লিকা জান চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। এই ছবির প্রচারণায় গিয়ে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন পঞ্চাশোর্ধ্ব এই অভিনেত্রী।

মনীষা কৈরালা জানিয়েছেন, প্রেমের অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি। নেপালি ব্যবসায়ী, স্বামী সম্রাট দাহালের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে আগেই। আবার নতুন প্রেমের অপেক্ষায় এখন মনীষা। অভিনেত্রী স্বীকার করেছেন, তিনি একজন জীবনসঙ্গী চান এবং প্রেমে থাকতে চান।

অভিনেত্রী আরও বলেছেন, তিনি আবার প্রেম খুঁজতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, 'আমি অবশ্যই অনুভব করি যে আমার জীবনে যদি একজন মানুষ থাকত, আমার জীবনে যদি আমার একজন সঙ্গী থাকত, তাহলে হয়তো তাকে পেয়ে ভালো লাগত, কিন্তু তাকে খুব সৎ হতে হবে। আমার ভাগ্যে লেখা থাকলে পাবোই। যদি না হয়, এটাও ঠিক আছে। আমি অনুভব করি, আমি একটি পূর্ণ জীবন যাপন করছি। আমি তার জন্য অপেক্ষা করছি না বা তার জন্য আমার সময় নষ্ট করছি না। যদি এটা বুঝতে হবে, অন্যথায়, আমি আমার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট।'

তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি খুব শান্তিপূর্ণ এবং প্রেমময় পরিবারের সমর্থন পেয়েছি। আমি একজন ভালো ভাই এবং ভগ্নিপতি, ভালো বাবা-মা এবং ভালো এবং স্নেহময় বন্ধু এবং মানুষ পেয়েছি। এ ছাড়া কাজ খুব ভালো চলছে। আমি ঘুরতে খুব পছন্দ করি। এটা করতে মজা পাই। তাই আমি খুব ভালো আছি। আমি মানসিক এবং শারীরিকভাবে প্রতিটি উপায়ে সম্পূর্ণ অনুভব করি তবে হ্যাঁ, যদি আমার একজন সঙ্গী থাকত তবে আমি এটি উপভোগ করতাম।'

উল্লেখ্য, এই সিরিজের মধ্য দিয়ে ২৮ বছর পর বানসালির সঙ্গে কাজ করছেন মনীষা। সিরিজটিতে মনীষা ছাড়া আরও অভিনয় করেছেন রিচা চাড্ডা, সোনাক্ষী সিনহা, এবং অদিতি রাও হায়দারি প্রমুখ।

গরমে অসুস্থ হাসপাতালে সোহম!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গরমের দাপটে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। এই গরমের মধ্যেই লোকসভা নির্বাচনের প্রচার করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী। তাকে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গরমের মধ্যে লাগাতার ভোটের প্রচার করতে গিয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েন তৃণমূলের চণ্ডীপুরের বিধায়ক সোহম। তার ডিহাইড্রেশন হয়েছে। একই সঙ্গে জ্বরে কাবু অভিনেতা। পরিস্থিতি গুরুতর হতে রবিবার শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় সোহমকে।

সোহমের টিমের একজন গণমাধ্যমকে বলেন, 'সোহম এখন অনেকটাই ভাল আছেন। তবে তার শরীর দুর্বল বলে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। খুব তাড়াতাড়ি তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। চিকিৎসকেরা আপাতত ফোন থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। বাড়ি ফেরার পরেও তাঁকে দিন কয়েক বিশ্রামে থাকতে হবে।'

গত সপ্তাহে দলের হয়ে মালদহ ও মুর্শিদাবাদে ভোট প্রচার করেছেন সোহম। রাজ্যের সব জেলাতেই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তাপমাত্রা। তার ফলেই সোহম অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সোহমের দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার অপেক্ষায় রয়েছেন অনুরাগীরা। বেশ কিছু দিন আগেই মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে 'শাস্ত্রী' ছবির শুটিং শেষ করেছেন সোহম।

সম্প্রতি বাংলাদেশি অভিনেত্রী পরীমণির সঙ্গে জুটি বেঁধে 'ফেলু বক্সী' ছবির শুটিংও করেছেন তিনি। তার পরেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন নির্বাচনী প্রচারে।

কোহলি-আনুশকা প্রেম করছেন, জানতেন শাহরুখ?

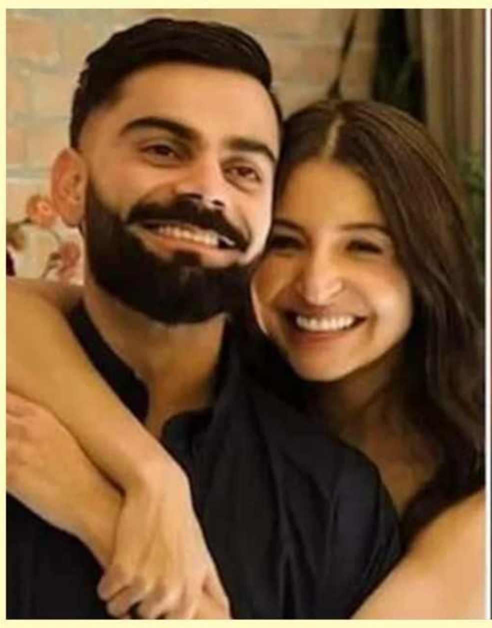

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দীর্ঘদিন চুটিয়ে প্রেমের পর বিয়ে করেছেন ভারতের অন্যতম তারকা দম্পতি ক্রিকেটার বিরাট কোহলি ও অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা। বর্তমানে তাদের সংসারে রয়েছে দুইটি সন্তান। ক্রিকেটার ও অভিনেত্রীর সংসারজীবনও বেশ সুখের। শুরু থেকেই দু'জনের বোঝাপড়াও দারুণ। যদিও অনেকটা গোপনেই প্রেম করে গেছেন এই জুটি। তবে বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের চোখের আড়াল করতে পারেননি। কিং খান সত্যিই টের পেয়েছিলেন এই দুই তারকার প্রেমের খবর। সম্প্রতি স্টার স্পোর্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শাহরুখ বলেছেন, 'অন্যান্য খেলোয়াড়দের তুলনায় আমি কোহলিকে বেশিদিন ধরে চিনি। কোহলি-আনুশকার সঙ্গে আমি অনেকটা সময় কাটিয়েছি। বিশেষ করে ওরা যখন প্রেম করছিল, তখন থেকেই কোহলিকে আমি চিনি।'

শাহরুখ আরও বলেন, 'আমি একটা সিনেমার শুটিং করছিলাম, আনুশকাও ওই সিনেমায় ছিল। সেখান থেকেই পরিচয়। আমাদের সম্পর্কটাও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।'

বিরাটকে নাচ শেখানোর কথাও জানান শাহরুখ। তিনি বলেন, 'আমি কোহলিকে পাঠান সিনেমার নাচের স্টেপ শিখিয়েছি। ওকে ভারতের একটি ম্যাচে নাচতে দেখেছিলাম। সেই ম্যাচে রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে নাচার চেষ্টা করেছিল। সেই নাচের স্টেপ দেখে আমি দুঃখ পাই। কারণ সেটা কোনো নাচের স্টেপ হয়ে দাঁড়ায়নি। তারপর ওদেরকে বলি, তোমাদের নাচ শেখানোর সুযোগ দাও আমাকে প্লিজ।'

বিরাট কোহলি ও আনুশকা শর্মা ২০১৩ সাল থেকে প্রেম করেছেন। দীর্ঘ ৪ বছর প্রেমের পর ২০১৭ সালে গাঁটছড়া বাঁধেন এই জুটি। এরপর ২০২১ সালে তাদের প্রথম সন্তান ভামিকার জন্ম হয়। ঠিক তিন বছর পর ২০২৪ সালে লন্ডনের একটি হাসপাতালে ছেলে অকায়ের জন্ম হয়েছে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি।

ভারতকে পাকিস্তানে নিতে নতুন কৌশল পিসিবির

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এশিয়া কাপের পর এবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন করা নিয়ে দোটানায় পড়েছে পাকিস্তান। যার মূল কারণ, দেশটিতে গিয়ে ভারতের খেলতে না চাওয়া। তবে কোহলি-রোহিতদের পাকিস্তানে গিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স খেলা নিশ্চিত করতে ভারতকে নতুন প্রস্তাব দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ ও ক্রিকেট পাকিস্তান জানিয়েছে, আইসিসির কাছে গত সপ্তাহে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির খসড়া সূচি জমা দিয়েছে পিসিবি। ভেন্যু হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়াম, লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়াম আর রাওয়ালপিন্ডি পিন্ডি স্টেডিয়ামকে। ফাইনাল হওয়ার কথা লাহোরে। যেহেতু ভারত নিরাপত্তার কারণে পাকিস্তানে দল পাঠাতে চায় না, তাই তাদের ম্যাচ একটি শহরেই আয়োজন করা হবে। সেটা লাহোর হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

ক্রিকেট পাকিস্তান তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, অবকাঠামোগত এবং নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ কমানোর কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে ভারতের সব ম্যাচ একটি শহরেই আয়োজন করতে চায় পিসিবি। স্টেডিয়ামের কাছের হোটেলেই ভারতীয় দলকে কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থায় রাখা হবে। তা ছাড়া লাহোরে আত্তারি-ওয়াগা সীমান্ত থেকে কাছাকাছি দূরত্বে হওয়ায় ভারতের সমর্থকদের জন্য ভ্রমণ বেশ সহজ হবে। বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে জিও নিউজও এক ভেন্যুতে ভারতের সব ম্যাচ আয়োজনে পিসিবির পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে।

ভারতের একটি সূত্র জিও নিউজের সংবাদদাতাকে বলেছেন, 'পাকিস্তান সফরের ব্যাপারে যেকোনো সিদ্ধান্ত ভারত প্রস্তাবিত হিসেবে বিবেচনা করে যাবে। বছরের শেষ দিকে বিসিসিআই যখন (ভারত) সরকারের কাছে অনুমোদন চাইবে, আমরা তখনই জানাতে পারব। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত সরকারের সম্পর্ক তখন কোন পর্যায়ে থাকবে, সেটার ওপর নির্ভর করছে।'

বিরাজমান অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও ভারতসহ সব দলকে সঙ্গে নিয়েই ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজনের ব্যাপারে আশাবাদী পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। পিসিবি চেয়ারম্যান বলেছেন, আমরা পুরো চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পাকিস্তানেই আয়োজন করতে চাই। আমরা এরই মধ্যে আইসিসিতে সূচি জমা দিয়েছি। আইসিসির নিরাপত্তা দল পাকিস্তানে এসেছিল। তারা আমাদের আয়োজন দেখে খুব খুশি।'

ক্রিকইনফোর এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, এক শহরে ভারতের ম্যাচ আয়োজন করলে, লজিস্টিকস এবং ভ্রমণকেন্দ্রিক নিরাপত্তাজনিত মাথাব্যথা কমে যায় পিসিবির। ২০০৮ এশিয়া কাপের পর থেকে আর কোনো ভারতীয় দল পাকিস্তানে সফর করেনি। ওই বছরই মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় দুই দেশের রাজনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে ক্রমাগত।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ:

মাইকেল ভনের চোখে সেমিতে যাচ্ছে কারা?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দরজায় কড়া নাড়ছে টি-টোয়েন্টির সবচেয়ে বড় আসর বিশ্বকাপ। দেশগুলোও জানাচ্ছে, তাদের বিশ্বকাপে বিমানে ওঠা স্কোয়াডের তালিকা। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে প্রস্তুত হচ্ছে বিশ্বকাপের ভেন্যু, প্রস্তুত হচ্ছেন ক্রিকেটাররাও।

আইসিসির এই মেগা টুর্নামেন্টগুলো এলে সাবেক-বর্তমান অনেকেই নিজের মতো করে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এবার সেই ভবিষ্যদ্বাণী করেই নিজের পছন্দের চার সেমিফাইনালিস্টের নাম জানিয়েছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন।

সাবেক এই ইংলিশ তারকা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন,'টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আমার চার সেমিফাইনালিস্ট হলো- ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ।'

অবাক করা ব্যাপার হলো, তার এই তালিকায় নেই ভারতের নাম। অথচ ১৩ বছর ধরে শিরোপা না জেতা ভারত প্রতিবারই ফেভারিটের তকমা নিয়ে বিশ্বকাপে অংশ নেয়। এ ছাড়া নিউজিল্যান্ডও থাকে ফেভারিটের তালিকায়। কিন্তু ভন ভারত ও নিউজিল্যান্ড দুটি দলকেই নিজের পছন্দের তালিকায় জায়গা দেননি।

২০ বছর বয়সেই মারা গেলেন ইংলিশ ক্রিকেটার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মাত্র ২০ বছর বয়সেই মারা গেলেন ইংলিশ ক্রিকেটার জশ বেকার। গতকালও কাউন্টি ক্রিকেটের সেকেন্ড ইলেভেন চ্যাম্পিয়নশিপে উস্টারশায়ারের হয়ে খেলেছেন সমারসেটের বিপক্ষে। আজ জানা গেল হঠাৎ-ই মারা গেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছে তার কাউন্টি ক্লাব উস্টারশায়ার। যদিও মৃত্যুর কারণ জানায়নি তারা।

এক বিবৃতিতে উস্টারশায়ারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার অ্যাশলি জাইলস বলেন, জশের মৃত্যুর খবরে আমরা সবাই ভেঙে পড়েছি। জশ একজন সতীর্থের চেয়েও বড় কিছু ছিল। আমাদের ক্রিকেট পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল সে। তাকে আমরা মিস করব খুব। জশের পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও প্রার্থনা রইল।

ইংল্যান্ডের ২০২২ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের রিজার্ভ দলে থাকা জশ ২০২১ সালেই নাম লেখান পেশাদার ক্রিকেটে। উস্টারশায়ারেই তার হাতেখড়ি। বাঁহাতি স্পিনে কাউন্টি ক্লাবটির হয়ে ২২টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৪৩ উইকেট ও ১৭টি লিস্ট 'এ' ম্যাচে ২৪ উইকেট নিয়েছেন তিনি। টি-টোয়েন্টিতে ৮ ম্যাচ খেলে তার শিকার ৩ উইকেট। কাউন্টির এবারের আসরে অবশ্য খেলেছেন মাত্র দুই ম্যাচ। যেখানে ৪ উইকেট নিয়েছেন বাঁহাতি এই স্পিনার।

দুর্নীতির দায়ে ৫ বছর নিষিদ্ধ ডেভন টমাস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আইসিসির দুর্নীতি বিরোধী আইনের কয়েকটি ধারা ভাঙার অপরাধে বড় ধরনের শাস্তি পেয়েছেন ডেভন টমাস। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক কিপার-ব্যাটসম্যানকে পাঁচ বছরের জন্য ক্রিকেটের সব ধরনের কার্যক্রম থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দীর্ঘ তদন্ত শেষে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রা সংস্থা আইসিসি বৃহস্পতিবার এই শাস্তির ঘোষণা দেয়।

আইসিসির কোনো টুর্নামেন্টে নয়, টমাসের বিরুদ্ধে তিনটি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে দুর্নীতির মোট ৭টি ধারা ভাঙার অভিযোগ ওঠে গত বছরের মার্চে। তখন তাকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে (এলপিএল) শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের চারটি, আবু ধাবি টি-টেন লিগে আমিরাত ক্রিকেট বোর্ডের একটি ও ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (সিপিএল) দুটি ধারা ভেঙেছেন টমাস, এমনটা দাবি করা হয় তখন।

যার মধ্যে গুরুতর অভিযোগ হচ্ছে, ২০২১ লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচের ফলাফল প্রভাবিত করা বা ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে এমন চেষ্টা করা। অন্য অভিযোগগুলোর মধ্যে আছে, ২০২১ সালের এলপিএল, আবু ধাবি টি-টেন ও সিপিএলে দুর্নীতির প্রস্তাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে ব্যর্থ হওয়া। অভিযোগ ওঠার এক বছর পর টমাসকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিয়েছে আইসিসি। তার নিষেধাজ্ঞা শুরুর সময় ধরা হয়েছে ২০২৩ সালের ২৩ মার্চ, যেদিন তাকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। টমাসের নিষেধাজ্ঞার শেষ ১৮ মাস স্থগিত থাকবে।

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক টমাসের। মূল ক্রিকেটারদের বড় অংশ বোর্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যাওয়ায় আরো অনেকের মতো সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। সেবার টি-টোয়েন্টি অভিষেকও হয় তার। সব মিলিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ২১ ওয়ানডে ও ১২ টি-টোয়েন্টি খেলতে পেরেছেন তিনি। তার টেস্ট অভিষেক হয় গত ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অ্যাডিলেইডে। সেটিই তার ক্যারিয়ারের একমাত্র টেস্ট। জাতীয় দলের হয়ে ৩৪ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারের সবশেষ ম্যাচও সেটি।

লেভারকুসেনের সামনে শিরোপার হাতছানি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জাবি আলোনসোর হাত ধরে বুন্দেসলিগার শিরোপা জিতে চমক দেখিয়েছিল বায়ার লেভারকুসেন। সেই ধারাবাহিকতা ধরে রেখে আরও একটি শিরোপা জয়ের হাতছানি দলটির সামনে। ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে রোমার মাঠ থেকে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে লেভারকুসেন।

২ মে দিবাগত রাতে স্তাদিও অলিম্পিকোতে রোমাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে জার্মান চ্যাম্পিয়নরা। জয়সূচক গোল ২টি করেছেন ফ্লোরিয়ান উইর্টজ ও রবার্ট এন্দরিখ।

এই ম্যাচে বল দখলে কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও আক্রমণে বেশ এগিয়ে ছিল লেভারকুসেন। ৪৭ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে ১৯টি শট নিয়ে ৪টি লক্ষ্য বরাবর রেখেছিল তারা। বিপরীতে ঘরের মাঠে ৮টি শট নিয়ে ২টি প্রতিপক্ষের গোলমুখে রাখতে পেরেছিল রোমা।

রোমেলু লুকাকু, পাওলো দিবালার মতো তারকাদের স্তব্ধ করে ম্যাচের ২৮তম মিনিটেই লেভারকুসেনকে লিড এনে দেন ২০ বছর বয়সী জার্মান অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার উইর্টজ। ডাচ রাইট-ব্যাক রিক কার্সদর্পের ভুলের খেসারত দিতে হয় দলকে। ব্যাক পাসে বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের কাছে দিয়ে বসেন তিনি।

যেন ডি-বক্সে ঢুকে পড়া নিজের সতীর্থকে পাস দিচ্ছেন। বল পেয়ে যান অ্যালেক্স গ্রিমালদো। এক ডিফেন্ডার ও গোলরক্ষকের বাধায় তিনি বল তুলে দেন অরক্ষিত থাকা উইর্টজকে। বাকি কাজকে অনায়াসে সেরে নেন এ জার্মান মিডফিল্ডার।

৩৪তম মিনিটে গ্রিমালদো আরও একটি দারুণ সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিলেন। তবে পেনাল্টি এরিয়ার সামনে অরক্ষিত অবস্থায় বল পেয়েও জালে জড়াতে ব্যর্থ হন জেরেমি ফ্রিমপং।

এরপর বিরতি কাটিয়ে ম্যাচের ৭২ মিনিট পর্যন্ত কোনো দল গোলের তেমন সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। ৭৩তম মিনিটে রোমার সমর্থকদের দুঃখ দ্বিগুণ করে ব্যবধান বাড়িয়ে নেন এন্দরিখ। ডি-বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক ক্রসে জাল খুঁজে নেন তিনি। দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না রোমার গোলরক্ষকের।

স্বাগতিকরা একটি গোল শোধের সুযোগ পেয়েছিল ম্যাচের যোগ করা সময়ে। তবে গোলপোস্ট ফাঁকা পেয়েও লুকাকু হেড নেন বারের ওপর দিয়ে। শেষ পর্যন্ত ব্যবধান ধরে রেখে রোমার দুর্গ থেকে জয় নিয়ে ফেরে লেভারকুসেন।

আগামী সপ্তাহে দ্বিতীয় লেগে ঘরের মাঠে রোমাকে আতিথ্য দেবে লেভারকুসেন। সে ম্যাচে ড্র কিংবা হারের ব্যবধানটা ১-০ গোলের মধ্যে রাখতে পারলেই ইউরোপা লিগের ফাইনাল নিশ্চিত করবে আলোনসোর শিষ্যরা।

হঠাৎ পাথিরানা-থিকশানা

দেশে ফিরে যাচ্ছেন কেন?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজ খেলতে আইপিএল ছেড়ে ইতোমধ্যে দেশে ফিরেছেন মুস্তাফিজুর রহমান। ফিজের পর আরও দুই বিদেশি চেন্নাই ছেড়ে দেশে ফিরছেন। লঙ্কান পেসার মাথিশা পাথিরানা ও স্পিনার মাহিশ থিকশানা দেশে ফিরে যাচ্ছেন। মূলত আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার কাজের জন্য দেশে ফিরতে হচ্ছে তাদের। তবে চেন্নাইয়ের পরবর্তী ম্যাচের আগে আবারও স্কোয়াডে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাদের।

আগামী ৫ মে পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে ধর্মশালায় খেলবে চেন্নাই। তার আগেই এই দুই লঙ্কানকে পাবে চেন্নাই, আশাবাদী স্টিফেন ফ্লেমিং। এ প্রসঙ্গেব প্রধান কোচ বলেন, 'লঙ্কান ছেলেরা ভিসার জন্য যাচ্ছে। আশা করছি তারা তাদের কাজ নির্বিঘ্নে শেষ করে পরবর্তী ম্যাচের আগেই ফিরে আসবে।'

মুস্তাফিজ, পাথিরানা ছাড়া একাদশ সাজাতেই হিমসিম খেতে হচ্ছে চেন্নাইকে। তাই কিছুটা হতাশ চেন্নাই কোচ। অবশ্য পাঞ্জাবের বিপক্ষে নিজের প্রথম ম্যাচেই আলো ছড়িয়েছেন রিচার্ড গ্লেসন তাকে নিয়ে বেশ আশবাদী চেন্নাই কোচ।

ফ্লেমিং বলেন, 'রিচার্ড গ্লেসন খুব ভালো করেছে এবং তার পারফরম্যান্স ইতিবাচক ছিল। মুস্তাফিজকে হারানো আমাদের জন্য হতাশাজনক। এমন অনেক কিছুই হচ্ছে, তাই না?'

হার্দিককে নিয়ে মতবিরোধ ছিল, রিংকু দুর্ভাগা'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচকরা। তারকা সমৃদ্ধ ক্রিকেট খেলুড়ে দেশ হওয়ায় অনেক বড় নাম দল থেকে বাদ পড়েছেন। সুযোগ পেয়েছেন শিভাম দুবে, সানজু স্যামসনের মতো ক্রিকেটাররা। তবে ভারতের বিশ্বকাপ দলে জায়গা হয়নি লোয়ার অর্ডারে দারুণ ফর্মে থাকা রিংকু সিংয়ের। আবার হার্দিক পান্ডিয়া ফর্মে না থাকলেও দলে জায়গা পেয়েছেন, বিশ্বকাপের সহ অধিনায়কও তিনি। অথচ তাকে দলে নেওয়া নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্টের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বিসিসিআই-এর সূত্র বলেছে, সানজু স্যামসনকে দলে নেওয়ার বিষয়ে তেমন কোন বিতর্ক ছিল না। তবে হার্দিক পান্ডিয়ার জায়গা নিয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। রিংকুকে দুর্ভাগা বলতে হবে। দুবে ও রিংকুর মধ্যে টস করে একজনকে নেওয়া হয়েছে বলতে পারেন।'

সানজু স্যামসনের কাছে জায়গা হারিয়েছেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার কেএল রাহুল এবং ইশান কিশান। তারা টপ অর্ডার ব্যাটার। টপে জায়গা ফাঁকা না থাকায় মিডলে ব্যাটিং করা সানজু সুযোগ পেয়েছেন। প্রথম পছন্দের উইকেটরক্ষক ও মিডল অর্ডার ব্যাটার হিসেবে দলে জায়গা পেয়েছেন ঋষভ পান্ত। সানজু ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি নেতৃত্বেও দারুণ করছেন।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR